EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনার বক্তব্য

জেন্ডার ও উন্নয়ন মেলা
সমাপনী অনুষ্ঠান
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
১০ই এপ্রিল, ২০১৪

মাননীয় মশিউর রহমান রাঙ্গা, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়

মাননীয় টিপু মুন্সী, এমপি

ড. একেএম নুরুন নবী, উপাচার্য, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

বন্ধু ও সহকর্মী 'ইউএসএআইডি'র মিশন পরিচালক ইয়ানিনা জারুজেলস্কি

... এবং বিশেষভাবে মিসেস মালিক।

আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার এবং শুভ অপরাহ্ন।

মিসেস মালিক?

মিসেস মালিক? কে এই মিসেস মালিক?

গত সপ্তাহে ঢাকার একটি চমৎকার হোটেলে দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশ এবং বাংলাদেশ থেকে আগত ৪০ জন মহিলা উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে আমি একটি বক্তব্য প্রদান করেছি ... আমি যখন তাদের দিকে দেখছিলাম, মনে হচ্ছিলো আমি অসংখ্য মিসেস মালিক-কে দেখছি।

আর আজ যখন এই দর্শকদের মাঝে উপস্থিত মহিলাদের দিকে দেখছি, তখনও আমি অসংখ্য মিসেস মালিককে দেখতে পাচ্ছি।

বছর দুয়েক আগে যশোর জেলায় মিসেস মালিকের সাথে আমার প্রথম দেখা হয়।

মিসেস মালিক ছিলেন এমন একজন মহিলা যিনি আরো অনেক বেশী কিছু হতে চেয়েছিলেন... যিনি আরো অনেক বেশী কিছু করতে চেয়েছিলেন... তিনি ছিলেন এমন একজন মহিলা যিনি তার পরিবার এবং তার নিজের জন্য একটি উন্নত জীবন গড়তে চেয়েছিলেন।

আমি মনে করি আপনাদের অনেকের বিশ্বাসও মিসেস মালিকের মতই।

যশোরের মিসেস মালিক একজন উদ্যোক্তা ছিলেন...
...তিনি ঋণ নিয়েছিলেন এবং গুটি সার তৈরি করতে একটি যন্ত্র কিনেছিলেন...

মিসেস মালিক একজন সফল নারী ব্যবসায়ীতে পরিণত হন...

...তিনি তার ঋণ পরিশোধ করেন...

...তিনি তার গোষ্ঠীর একটি স্তম্ভতে পরিণত হন...

...আত্মবিশ্বাসী এক নারী, এমন একজন নারী যিনি সম্মান পাওয়ার দাবী রাখেন এবং তিনি এমন একজন নারী যাকে তার গ্রামের পুরুষ ও নারীরা যথাযথ মূল্য দেয়...

...একজন নারী যাকে তার গ্রামের পুরুষ ও নারীরা যথাযথ মূল্য দেয়...

...তার গোষ্ঠীর একটি স্তম্ভ...

...মিসেস মালিক।

মিসেস মালিক আজ এখানেও উপস্থিত আছেন...

...আমি অসংখ্য মিসেস মালিক-কে দেখতে পাচ্ছি...

...আপনারা...

...আমি আপনাদের কথাই বলছি, আপনারা, সেইসব নারীরা যারা আপনাদের নিজেদের মতো করে আপনাদের পরিবার, আপনাদের গোষ্ঠী এবং আপনাদের নিজেদের জন্য একটি নতুন জীবন গড়ে তুলছেন।

একজন নারীর জীবন... সেটা আমেরিকা, আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া, বাংলাদেশ অথবা এই রংপুরে যেখানেই হোক না কেন... একজন নারীর জীবন খুবই কঠিন।

আমেরিকাতে আমি বহুবার যেমনটি দেখেছি, নারীদের বিরুদ্ধে এই বৈষম্য গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে যে নারীরা যেনতেনভাবেই দ্বিতীয় শ্রেণীর।

আমেরিকাতে আমি বহুবার যেমনটি দেখেছি, নারীরা কি করতে পারে আর কি করতে পারে না সে সংক্রান্ত অলিখিত নিয়ম কানুন রয়েছে, আরো আছে এমন সব নিয়মকানুন যা নিজেকে প্রকাশ করার এবং নারীর ব্যক্তিগত অগ্রগতির সুযোগকে সীমিত করে দেয়।

আমেরিকাতে আমি বহুবার যেমনটি দেখেছি, নারীরা প্রায়শ:ই শারীরিক ও মানসিক সহিংসতার লক্ষ্য হয়ে থাকে।

আমেরিকায়... এবং সম্ভবত এই রংপুরেও, এই সব কিছুই বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা এবং অন্তরায়।

তবে আমেরিকায় এবং আমি বিশ্বাস করি এখানেও, এই চমৎকার জেন্ডার ও উন্নয়ন মেলায় সরব উপস্থিতির মাধ্যমে পুরুষ এবং নারী উভয়ই ঘোষণা করছে যে "যথেষ্ট হয়েছে... এই অবস্থার অবশ্যই পরিবর্তন হতে হবে।"

আমেরিকা, সারা বিশ্বে এবং সম্ভবত এই রংপুরেও, পুরুষ এবং নারীর মধ্যে এই বিশ্বাস ক্রমশ:ই আরো জোরদার হচ্ছে যা আমার বস যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব কেরি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন: "কোন দেশই তার অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে পেছনে রেখে এগিয়ে যেতে পারে না।"

আমি বিশ্বাস করি, এই মেলাতে ঠিক তাই প্রস্ফুটিত হচ্ছে... পুরুষ এবং নারী উভয়ই তাদের সন্তান, পরিবার, সম্প্রদায় এবং সর্বোপরি তাদের নিজেদের জন্য উন্নত জীবন গড়ার লক্ষ্যে সবচেয়ে ভালভাবে কিভাবে একত্রে কাজ করা যায় সে পথগুলো খুঁজে বের করার উপায় খতিয়ে দেখছেন।

আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের সবাই, হোক না সে আমেরিকান বা বাংলাদেশী অথবা অন্য কোন জায়গা থেকে আসা আমরা সবাই আসলে একই জিনিস চাই। আমাদের পরিবারগুলোকে...

...একটি নিরাপদ, নিশ্চিত বাসস্থান

...পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য

...ভাল স্বাস্থ্যসেবা

...আমাদের সন্তানদের জন্য সর্বোত্তম শিক্ষা

এই সবকিছু দেবার জন্য আমরা সম্ভাব্য সকল উপায়েই কাজ করতে চাই।

...আমি বিশ্বাস করি এগুলিই জীবনের মৌলিক চাহিদা।

আমেরিকা এবং বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশে আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বিশ্বাস করি যে এই সমস্ত লক্ষ্য অর্জন করা তখনই সম্ভব যখন পরিবার, সম্প্রদায় এবং প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরকে গড়ার জন্য পরিপূর্ণ অবদান রাখতে দিতে নারীদের ক্ষমতায়ন করা হয়।

আমার অভিজ্ঞতা বলে যে পুরুষ এবং নারী যখন অংশীদার হিসেবে একত্রে কাজ করে... অংশীদাররা যখন একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে... অংশীদাররা একে অপরের দক্ষতা ও মেধা ব্যবহার করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকে... আমি বিশ্বাস করি জীবনের মান গড়ে তোলার সম্ভাবনা তখনই সর্বোত্তম যা আমরা আমাদের পরিবার ও নিজেদের জন্য চাই।

আমি গর্বিত যে আমেরিকা এবং বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীরা যৌথভাবে এই জেন্ডার ও উন্নয়ন মেলা আয়োজন করেছে যাতে করে আরো ভালোভাবে কি করে নারীদের ক্ষমতায়িত করা যায় বাংলাদেশীরা সেই উপায়গুলো নিয়ে কাজ করতে পারে... নারীরা তাদের মেধা, উদ্যম, সৃজনশীলতা, তাদের উদ্যোক্তাসুলভ মনোভাব সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারে... এবং যাতে করে তারা রবি ঠাকুরের সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং সেগুলো নিয়ে কাজ করতে পারে...

==========

বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত